ইউনিট
৯

বাংলাদেশে গবেষণা
Research in Bangladesh

২০১৭ সাল এবং ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে যে জোরালো ধারা ছিল ২০১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তা কিছুটা মন্থর হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত 'World Economic Outlook (WEO), April 2019' অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির মন্থর গতি এবং ব্রেক্সিট নিয়ে অনিশ্চয়তা বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। ২০২০ সালে এ প্রবৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে আইএমএফ যে পূর্বাভাস দিয়েছে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানাবিধি সংকট মোকাবিলা করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমানগতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার ১৩.০২ শতাংশ এবং সার্বিক খাতসমূহে অবদান ৩৫.১৪ শতাংশ। তাই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব অর্থনীতির সাথে তালমিলিয়ে চলার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায় খাতকে সুনির্দিষ্ট করে তাদের উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ব্যবসায় গবেষণা সংজ্ঞা প্রদান করেছি; যার সারাংশ হলো ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় তার সমাধানের উপায় খোঁজা যা ব্যবসায় গবেষণা নামে পরিচিত। সুতরাং বাংলাদেশের সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যাবলি ও সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই ব্যবসায় গবেষণার আওতাভুক্ত হবে। উন্নত সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ার জন্য এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসায় গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ইউনিটে আপনারা বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার ক্ষেত্র, সমস্যা, সমস্যা সমাধানের উপায়, সম্ভাবনা ও বাংলাদেশে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্র
পাঠ- ৯.২ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা
পাঠ- ৯.৩ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা সমাধানের উপায়
পাঠ- ৯.৪ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনা
পাঠ- ৯.৫ বাংলাদেশে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

পাঠ ৯.১ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্র
Business Research Areas in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্র
Business Research Areas in Bangladesh

ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত। আজ বিশ্বের সেরা পাঁচ শীর্ষ মোবাইল কোম্পানির মধ্যে স্যামসং স্মার্টফোন বাজারে এক নম্বর স্থানে রয়েছে যার বাজার শেয়ার ২১.৩ শতাংশ এবং বিশ্ব সেরা পাঁচ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শীর্ষ ব্র্যান্ড হিসেবে নাম লিখিয়েছে মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল। এ দুই কোম্পানি তাদের সেরা স্থান ধরে রাখার জন্য তাদের ব্যবসায় বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন উৎপাদন, বিপণন পরিচালনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপরে গবেষণা করতে হয়েছে।বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে বাংলাদেশে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে এবং যুক্ত হয়েছে সকল আধুনিক ব্যবসায়ের ধারণা।

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
(খ) কর্মী ব্যবস্থাপনা
(গ) বিপণন ব্যবস্থাপনা
(ঘ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা
(ঙ) সাধারণ ব্যবস্থাপনা ।

উপরিল্লিখিত ব্যবসায় গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(ক) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Production Management)

বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা গবেষণার ক্ষেত্র ব্যাপক। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য উৎপাদন গবেষণা অনেক তাৎপযপূর্ণ। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ হলো পণ্য বিকাশ, বৈচিত্র্যকরণ, নতুন পণ্য প্রবর্তন, পণ্য উন্নতি, প্রক্রিয়ার প্রযুক্তি নির্বাচন ও নতুন বিনিয়োগ ইত্যাদি। বাংলাদেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel Management)

কর্মীদের বর্তমান ও নতুন চাকরির নকশাকরণ, সংস্থার পুর্নগঠন, প্রেরণাদায়ক কৌশল, পুরস্কার ও সাংগঠনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মী ব্যবস্থাপনা গবেষণা নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশে বিদ্যমান বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিভিন্ন সময়ে কর্মী

ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা প্রকাশ করে থাকে। সর্বশেষে বলা যায় বাংলাদেশে কর্মী ব্যবস্থাপনা গবেষণা ক্ষেত্র অনেক ও সম্ভাবনাময়। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (Human Resoure Development Institute-HRDI) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করে থাকে ।

(গ) বিপণন ব্যবস্থাপনা (Markting Management)

বাংলাদেশে বিপণন ব্যবস্থাপনা গবেষণার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। বর্তমান সময়ে বাজার গবেষণা ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বাজার শেয়ার ধরে রাখতে সক্ষম হবেনা। কারণ প্রতিযোগিতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বাজারের আকার, জীবনযাত্রার মান, ও গ্রাহক আচরণ বাজারজাতকরণ বা বিপণনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয় কৌশল, পণ্য মিশ্রণ, প্রচারণামুলক কৌশল, বিতরণ ও বিকাশের চ্যানেল নির্ধারণের কাজ বিপণন ব্যবস্থাপনা গবেষণার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

(ঘ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার পরিসর অনেক। ব্যবসায়ের পোর্টফোলিও, পরিচালনা লভ্যাংশ বিতরণ, মূলধন বৃদ্ধি, লিজিং এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও পণ্য চক্রের দেখাশোনার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা গবেষণা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আর্থিক খাতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক নীতি বিষয়ে নানামুখী গবেষণা করে থাকে।

(ঙ) উপকরণ ব্যবস্থাপনা (Materials Management)

ব্যবসায়ের উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য কাঁচামালের সরবরাহকারী বাছাই, এ সর্ম্পকিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কৌশল প্রণয়নের জন্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা গবেষণা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ তাদের লজিস্টিক সরবরাহ চেইন বা শিকল ঠিক ও উন্নত করার জন্য উপকরণ গবেষণা করে থাকে। যেমন Dell কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Supply Chain Managment এর Push and pull প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে।

(চ) সাধারণ ব্যবস্থাপনা (General Management)

কোনো ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সাধারন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায়ের পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানে রয়েছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করতে হয়। আর গবেষণা ছাড়া এ কাজটি সম্ভব হয়না। কিছু পেশাদারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেশে এ ধরনের গবেষণা কাজ করছে। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান আইবিএ। দেশীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ হলো:(ক) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (খ) কর্মী ব্যবস্থাপনা (গ) বিপণন ব্যবস্থাপনা (ঘ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা (ঙ) সাধারণ ব্যবস্থাপনা

পাঠ ৯.২ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা
Problems of Business Research in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা
Problems of Business Research in Bangladesh

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই রোল মডেল। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গবেষণা খুব কম হয়ে থাকে। কারণ একদিকে ভালো গবেষকের অভাব এবং অন্যদিকে গবেষণা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব। তবুও এদেশে একেবারে গবেষণা হয়না এমন নয়; তবে আনুপাতিক হারে তা অনেক কম। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়। নিম্নে এগুলো তুলে ধরা হলো:

১। বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের অভাব (Lack of scientific training)
আমাদের দেশের গবেষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। যার ফলে দক্ষ গবেষকের অভাব হয়। অনেক গবেষক গবেষণা পদ্ধতিগুলো না জেনে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রে তারা যে পদ্ধতি ব্যবহার করে তা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত নয়। অনেক গবেষণায় সাধারন গবেষক নির্দেশিকা সমন্বয়ে যে ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা বিভাগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের অভাব (Lack of interaction between business organization and university research departments)
বাংলাদেশে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো গবেষণা বিষয়ক সম্পর্ক নেই। উন্নতদেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বা প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের সাথে যৌথভাবে কাজ করে এবং অর্থ প্রদান করে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। এর কারণ হতে পারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মের ওপর আস্থা পায়না। অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গবেষণার জন্য ব্যয় করতে উৎসাহী নয়। যাই হোক না কেন ঐ কারণগুলোর জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

৩। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সরবরাহ করে না (Business enterprises do not supply information)
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যসমূহ যে সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হবে এবং গোপন রাখা হবে এ মর্মে গবেষকগণ নিশ্চয়তা প্রদানের পরেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো গবেষকদেরকে বিশ্বাস করেন না। আর গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য না দেওয়ার ফলে গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না।

৪। গবেষকদের কোনো আচরণবিবি নেই (No code of conduct for researcher)
বাংলাদেশে গবেষণা কার্য তথা সরকার পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে সামাজিক গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে। এর দ্বারা ব্যবসায় গবেষকদের কোনো আচরণবিধি ব্যাখ্যা করা নেই। তাই গবেষকগণ যেকোনোভাবে গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু গবেষণাকর্ম হওয়া উচিত দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য।

৫। পর্যাপ্ত সহায়তার অভাব (Lack of adequate support)
একটি গবেষণাকে সফল করতে নানামুখী সহায়তার প্রয়োজন হয়। এ সহায়তা বিভিন্ন পর্যায় থেকে আসতে পারে। যেমন- আর্থিক সহায়তা, জনবল সহায়তা, যন্ত্রপাতি, পরিবেশ, আইনকানুন, অনুমোদন ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সহায়তার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না।

৬। সরকার ও দাতা সংস্থার সাথে পর্যাপ্ত সম্পর্কের অভাব (Lack of sufficient relationship between Govt. and donor agencies)
গবেষণা একটি ব্যয় ও শ্রমবহুল কাজ। আর এ গবেষণা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু দাতা সংস্থাগুলোর এ ব্যাপারে আগ্রহ কম। গবেষকদের গবেষণা কাজে ঋণের ব্যবস্থার জন্য এনজিও এবং দাতাসংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। এ জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৎপর হতে হবে।

৭। সমন্বয়ের অভাব (Lack of co-ordination)
সমন্বয়ের সাধারণ অর্থ হলো নানা ধরনের কাজের মধ্যে সংযোগ সাধন করা। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ থাকে। সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় না। তেমনি গবেষণার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকারণের সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, তা না হলে গবেষণা কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হবে না।

৮। উপাত্ত পাওয়া কঠিন (Difficulty in getting data)
বর্তমান যুগে তথ্যই সম্পদ। তাই কোনো প্রতিষ্ঠান সেটা সরকারি বা বেসরকারি যাই হোক না কেন সহজে সেই প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহ করে না। এ ব্যাপারে সরকারি নীতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সঠিক তথ্য পাওয়ার অভাবে গবেষণা কার্য ব্যাহত হয়।

৯। উত্তরদাতাদের অজ্ঞতা (Ignorance of respondent)
প্রাথমিক উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করার একটি বড় সমস্যা হলো অধিকাংশ উত্তরদাতা সংশ্লিষ্ট গবেষণায় অতিরিক্ত অপ্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে তথ্য বিভ্রাট সৃষ্টি করে। অনেক কৌশলে তাদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

১০। উপাত্ত সংগ্রহকারীর অভাব (Lack of surveyors)
মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ তথ্য সংগ্রহকারীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মী পাওয়া অনেক কষ্টের। তাই উপাত্ত সংগ্রহকারীর অভাবে ব্যবসায় গবেষণা করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই জটিল কাজ। গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকগণ নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হলেও ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক বেশির ভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশকে। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়। নিম্নে এগুলো তুলে ধরা হলো: ১। বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের অভাব ২। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা বিভাগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের অভাব ৩। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সরবরাহ করে না ৪। গবেষকদের কোনো আচরনবিবি নেই ৫। পর্যাপ্ত সহায়তার অভাব ৬। সরকার ও দাতা সংস্থার সাথে পর্যাপ্ত সম্পর্কের অভাব ৭। সমন্বয়ের অভাব ৮। উপাত্ত পাওয়া কঠিন ৯। উত্তরদাতাদের অজ্ঞতা ১০। উপাত্ত সংগ্রহকারীর অভাব।

পাঠ ৯.৩ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা সমাধানের উপায়
Ways to Solve the Business Research Problems in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা সমাধানের উপায়
Ways to Solve the Business Research Problems in Bangladesh

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা সমাধানের উপায় নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। তাই গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্তের প্রাপ্তব্যতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২। ব্যবসায় গবেষণা ক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ করা যায়, তথ্য-উপাত্তের স্বকার্যে ব্যবহার (Manipulate) করার প্রবণতার ফলে গবেষণার উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। তাই গবেষণায় নৈতিকতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। তথ্য উপাত্তের অব্যবস্থাপনা ব্যবসায় গবেষণার একটি অন্যতম সমস্যা। গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের সুব্যবস্থাপনা ছাড়া ব্যবসায় গবেষণার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৪। সঠিকভাবে গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology) পরিচালনা করে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা গবেষণার মৌলিক কাজের অন্যতম অংশ। এ বিষয়ে গবেষকবৃন্দের সম্যক জ্ঞানেরও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক বেশি বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। ব্যবসায় গবেষণা পরিচালনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের (respondents) মধ্যে সাড়া প্রদানের হার খুব সন্তোষজনক নয়। এ ব্যাপারে উত্তরদাতাদের যথেষ্টভাবে সচেতন করতে হবে।

৬। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার ফলাফল গোপনীয় রাখা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রায়ই ক্ষেত্রে সঠিক সময়ের পূর্বেই তা প্রকাশ হয়ে যায়। তাছাড়া উত্তরদাতাদের প্রদান করা তথ্য উপাত্ত গোপন থাকবে কিনা এ বিষয়ে উত্তরদাতাগণ সন্দেহতীত নন। এ বিষয়ে উভয়পক্ষকে সহযোগিতা করতে হবে।

৭। গবেষণা পরিচালনার জন্য তহবিল (fund) একটি বড় নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। বলা হয় Money is the fuel of research. এ ব্যাপারে স্পন্সর (sponsor) করার বিষয়ে বাংলাদেশে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই এ ব্যাপারে সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনে যৌথভাবে PPP (Public Private Partnership) ধারণাতে গবেষণা করা যেতে পারে।

৮। প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানো ব্যবসায় পরিচালনার একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে বাংলাদেশে গবেষণা যথেষ্ট অগ্রসর নয়। তাছাড়া ব্যবসায় গবেষণা পরিচালনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি। তাই গবেষণায় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৯। বাংলাদেশে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য দক্ষ, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত গবেষকের বেশ অভাব আছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এরূপ গবেষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে R & D (Research and Develpment) বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১২। গবেষকদের জন্য আচরণবিধি (Code of conduct) প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১৩। গবেষক বা গবেষণাকে পৃথক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪। গবেষণা ফলাফল যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও জনগণের নিকট তা প্রচারের (dessiminate) ব্যবস্থা করা।

সুতরাং উপরিউক্ত উপায়ে বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এজন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের প্রাপ্তব্যতা সুনিশ্চিত করা জরুরি। ব্যবসায় গবেষণায় গবেষকগণের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করে নৈতিকতা নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য উপাত্তের ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ ও শক্তিশালীকরণ এর একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য গবেষকবৃন্দকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ বিদ্যমান ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বেসরকারি সকল পক্ষের এ ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করে গবেষণা তহবিল উন্নয়ন করতে হবে।

পাঠ ৯.৪ বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনা
Prospect of Business Research in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনা
Prospect of Business Research in Bangladesh

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বিস্ময়। অপ্রতিরোধ্যগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (HSBC) কর্তৃক পরিচালিত তাদের সর্বশেষ গ্লোবাল রির্সাচে বলা হয়েছে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) নিরিখে বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যেমন বেড়েছে দেশের অর্থনীতির আকার, তেমনই বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে নতুন মাইলফলক। তাই বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনার দ্বার হয়েছে উন্মুক্ত। নিচে বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১। শিল্পোন্নয়ন (Industrial Development)

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ। এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। আর এ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছানোর পিছনে মূল কারণ হলো শিল্পোন্নয়ন। গার্মেন্টসসহ ভারি শিল্প স্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন পণ্য উদ্ভাবন করে ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি করতে হয়। তাই ব্যবসায় ক্ষেত্রে গবেষণা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

২। তৈরি পোশাক শিল্প (Ready Made Germants)

রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জিডিপিতে অবদান বৃদ্ধি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতার মাত্র সাত বছর পরে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে মাত্র বারো বছরের মধ্যেই বিলিয়ন ডলারে পৌঁছা এবং দশ লাখের অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা এ শিল্পের জন্য অনেকটা কল্পনাতীত ছিল। তাই এই তৈরি পোশাক খাতে নতুন নতুন গবেষণা করে এই খাতকে সমৃদ্ধ করা যায়।

৩। ই- কমার্স ও ই- ব্যাংকিং (E- Commerce & E- Banking)

ই- কমার্স অর্থ হলো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসায় করা। অর্থাৎ কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সাহায্যে পণ্য-দ্রব্য এবং সেবা ক্রয়-বিক্রয় করার পদ্ধতিকে ই- কমার্স বলা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হলো ই- ব্যাংকিং। বর্তমানে এ খাতে বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এটি একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র।

৪। পর্যটন শিল্প (Tourism Industry):

প্রাকৃতিক নৈস্বর্গের লীলাভূমি খ্যাত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে সমৃদ্ধ হচ্ছে অর্থনীতি। পর্যটনকে শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করায় বাংলাদেশে এ শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনার সুযোগ রয়েছে। তাই পর্যটন শিল্পকে আধুনিকায়ন করার জন্য প্রয়োজন গবেষণা করা।

৫। কৃষি (Agriculture)

বাংলাদেশ কৃষিতে অপার সম্ভাবনার দেশ। কৃষি ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন দক্ষ কৃষক, তেমনই দরকার দক্ষ কৃষিবিদের। এর সঙ্গে দরকার কৃষিপণ্যের সঠিক বাজার প্রস্তুত ও পণ্য বাজারজাত করার সঠিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। কৃষিভিত্তিক পণ্য বাজারজাত করার জন্য প্রয়োজন কৃষি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান ও দক্ষ কৃষি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা। তাই এ ক্ষেত্রে গবেষণার রয়েছে ব্যাপক সুযোগ।

৬। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation)

বিসিক, দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মূখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিক এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্যোগে দেশে প্রচুর শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব এ সেক্টরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্য বাজারজাতকরনের প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দেয়। তাই প্রয়োজন এর সমাধানের জন্য বহুমাত্রিক গবেষণা।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ হলো অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশের যুবসমাজকে গবেষণা কার্যে নিয়োজিত করতে পারলে এদেশ হবে মধ্যম আয়ের প্রগতিশীল অর্থনীতির দেশ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণায় সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হলো: ১। শিল্পোন্নয়ন, ২। তৈরি পোশাক শিল্প, ৩। ই- কমার্স ও ই- ব্যাংকিং, ৪। পর্যটন শিল্প, ৫। কৃষি, ৬। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। এ খাতগুলিতে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসায় গবেষণা পরিচালিত করে যে সুপারিশ বা পরামর্শ পাওয়া যাবে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন স্ফীত থেকে স্ফীততর হবে।

পাঠ ৯.৫ বাংলাদেশে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
Some Research Institutes in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
Some Research Institutes in Bangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণীকরণ এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংহতিকে জোরদার করার জন্য গভীরতর গবেষণা ও সংলাপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হলো সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (Centre for Policy Dialogue)। ন্যায়বিচার, সুষ্ঠুতা ও সুশাসনের ওপর ভিত্তি করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের দৃষ্টি দিয়ে ১৯৯৩ সালে সিপিডি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় সাতাশ বছর যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় প্রয়োজনে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণকে সম্বোধন করে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমূলক থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি এবং নেটওয়ার্কিং ক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে, সিপিডি বর্তমানে 'এসডিজির জন্য সিটিজেন প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের সাউদার্ন ভয়েস অন পোস্ট-এমডিজি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' এবং 'এলডিসি আইভি মনিটর' নামে নেতৃত্ব প্রদান করে।

গবেষণা, সংলাপ এবং নীতি প্রভাবের ক্ষেত্রে এর ট্র্যাক রেকর্ডের স্বীকৃতি হিসেবে, সিপিডি একটানা দুইবার বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থিংক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভের (টিটিআই) পুরস্কার লাভ করেছে। অংশীদারিত্বমূলক নীতি নির্ধারণে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে সিপিডি গবেষণা পরিচালনা করে এবং বিশ্লেষণ করে, সংলাপগুলো সংগঠিত করে, প্রকাশনা করে এর কার্যক্রমের প্রচার বাড়িয়ে প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশের উন্নয়নেই (আইআরবিডি) সিপিডির প্রধান কর্মসূচি যা বাংলাদেশের অর্থনীতির সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি জাতীয় বাজেটের জন্য বিশ্লেষণ ও সুপারিশ তৈরি করে। সিপিডির গবেষণা ফলাফলগুলো সুশাসন, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিচালনা এবং সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থকে সমর্থন করে এমন গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন এবং উদ্যোগগুলোতে অবদান রেখেছে। সিপিডির নাগরিক ক্রিয়াকলাপ, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ, নীতি এর প্রশংসা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রভাবিতকরণ এবং নীতিনির্ধারক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার গ্রুপগুলোর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন করে পরিচালিত হয়।

কয়েক বছর ধরে সিপিডি নিজেকে একটি গ্লোবাল থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এটি জাতীয় স্বার্থের সাথে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্বের বিষয়গুলোতে প্রোগ্রাম এবং ক্রিয়াকলাপগুলোতে সূচনা, নেতৃত্ব দেয় এবং অংশগ্রহণ করে। এটি শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাঙ্কের অংশীদার হয়ে দুটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ- সাউদার্ন ভয়েস অন পোস্ট-এমডিজি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্য এবং এলডিসি আইভি মনিটরের হোস্টিং করছে। সিপিডি দক্ষিণ এশিয়ার সুষ্ঠু ও কার্যকর সংহতকরণের সুবিধার্থে এশিয়া-প্যাসিফিক গবেষণা প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক অন বাণিজ্য, বিসিআইএম ফোরাম ফর আঞ্চলিক

সহযোগিতা ফোরাম এবং দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন (এসইএস) সহ বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক সংস্থার সাথেও জড়িত।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Jute Research Institute)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত, পাট বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশে পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয়, যার সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি এর অধীনে পাট গবেষণা স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে (সংশোধিত হয় ১৯৯৬ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

কার্যাবলি

পাট বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরই পাটশিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৪ সালের পাট আইনের আওতায় সেবছরই পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে সে আইনের পরিবর্তন করা হয়:

১. পাট ও অন্যান্য আঁশ উৎপাদনকারী ফসল এবং তা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদির ওপর গবেষণা এবং তার ফলাফল প্রকাশ।
২. উন্নতজাতের পাটবীজ উৎপাদন, পরীক্ষানিরীক্ষা, বর্ধিতকরণ এবং বোর্ড কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনকারী বা একই রকমের অন্যান্য এজেন্সির নিকট সরবরাহ করা।
৩. পাট ও অন্যান্য আঁশ উৎপাদনকারী ফসল এবং তা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদির ওপর গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণাকেন্দ্র, সাবস্টেশন, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার প্রতিষ্ঠা করা।
৪. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের প্রর্দশনের লক্ষ্যে প্রজেক্টের এলাকা ঠিক করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের উক্ত জাতের পাট চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৫. পাটের গবেষণা এবং ইনস্টিটিউটের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন, মনোগ্রাফ, বুলেটিন এবং অন্যান্যা প্রকাশনা প্রকাশ করা।
৬. পাট ও অন্যান্য আঁশ উৎপাদনকারী ফসলের আধুনিক ও উন্নত চাষ পদ্ধতির ওপর কর্মকর্তা, অগ্রসর কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, একই সঙ্গে কারিগরি বিষয়ক ব্যক্তিদের কলাকৌশলগত বিষয়াদির প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৭. পাট আইনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উদ্দেশ্য

১. পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
২. উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ পাটবীজ উৎপাদন, পরিচালনা, পরীক্ষণ, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও নির্বাচিত চাষী, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
৩. পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন করে পাটের উন্নতজাত ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৪. পাট ও সমশ্রেণির ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে পাট শিল্প সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

Bangladesh Agriculture Research Council

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণার সক্ষমতা জোরদারকরণ বিএআরসির দায়িত্ব যা একই ছাতার নিচে দেশে সমগ্র কৃষি গবেষণা কার্যের সমন্বয়সাধন। এতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন: কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পল্লি উন্নয়ন, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রম যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ২০১২ সালের আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্নিং বডির নির্দেশনায় (NARS) – এর নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী এবং মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসাবে গভর্নিং বডি পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রথিতযশা বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং কৃষক প্রতিনিধি গভর্নিং বডিতে সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত আছেন। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্ব হলো বিএআরসি-র নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য-পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের।

জাতীয় কৃষি গবেষণা পরিকল্পনা ও ভিশন ডকুমেন্ট প্রস্তুত বিষয়ক কার্যক্রম বিএআরসির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে যা জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে। এর ওপর ভিত্তি করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মাস্টার প্লান তৈরি করবে। বিএআরসির দায়িত্ব হচ্ছে গবেষণা সমন্বয় এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সংযোগ জোরদারকরণ, ইনস্টিটিউটসমূহের গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা, প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে সহায়তা করা, সিস্টেমভুক্ত পরিচালনা নীতিমালা এবং মানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ইনস্টিটিউটসমূহের সন্তোষজনক পরিচালনা নিশ্চিত করা। বিএআরসির ভিশন হলো জীবনমান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা যা বাংলাদেশের জনসাধারনের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। বিএআরসি'র মিশন হলো কৃষিখাতের উন্নয়নকল্পে লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ এবং সচল রাখা।

লক্ষ্য

১. জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম সুসংহত এবং জোরদারকরণ;
২. পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা অনুদান সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ;
৩. গবেষণা ফলাফল লিপিবদ্ধকরণ এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রচার করা;
৪. গবেষণার সুবিধার্থে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাঠামো সুসংহতকরণ এবং
৫. প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণের মাধ্যমে গবেষণা উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Asiatic Socity of Bangladesh

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society of Bangladesh) বাংলাদেশের একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পিছনে পৃথিবী

বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক জনাব আহমদ হাসান দানী মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যান্যরা হলেন: জনাব মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, এ. বি. এম. হাবীবুল্লাহ, আব্দুল হালিম এবং অনেকে। প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন এটি যেন বিশেষ করে এশিয়া বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার জন্য ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস, দি এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তিনি সার্বিকভাবে এশিয়া এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ওপর পদ্ধতিগত গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার ধারণা দেন এবং প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে একটি নিয়মিত সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জোনসের প্রস্তাব ফোর্ট উইলিয়ামের অন্যান্য সহকর্মীর কাছ থেকে জোরালো সমর্থন লাভ করে। ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি সমমনা ৩০ জন ইউরোপিয় ব্যক্তিত্ব কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জুরি কক্ষে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোনসের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় দি এশিয়াটিক সোসাইটি এবং উইলিয়াম জোনস এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮২৯ সালে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বোম্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে বোম্বেতে এর একটি শাখা ছিল। শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, টোকিও, আমেরিকা (ভিন্ন নামে ওরিয়েন্টাল একাডেমি) এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫২ সালে)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এর পুনঃনামকরণ করা হয় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণীকরণ, এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংহতিকে জোরদার করার জন্য গভীরতর গবেষণা ও সংলাপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং ন্যায়বিচার, সুষ্ঠুতা ও সুশাসনের ওপর ভিত্তি করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের দৃষ্টি দিয়ে ১৯৯৩ সালে সিপিডি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। তাদের মধ্যে পাট খাতের গবেষণার জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্টিত হয়। একইভাবে বাংলাদেশসহ এশিয়ার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ নিয়ে গবেষণার জন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন।

২। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা বর্ণনা করুন।

৩। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করুন।

৪। বাংলাদেশে ব্যবসায় গবেষণার সম্ভাবনা বর্ণনা করুন।

৫। বাংলাদেশে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সম্পর্কে লিখুন।

৭। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

৮। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

৯। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে লিখুন।